167

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 25 1999 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮ ..

দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা পৌনে ৩ লাখ ॥ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ২৭ লাখেরও বেশী

—আব্দুল আহাদ চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লাখ ৭৬ হাজার ২১৬ জনে দাঁড়াতে পারে। ২৭ লাখেরও বেশী ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুঃসাহসী বাঙ্গালী যারা পাকহানাদারদের কবল থেকে মাতৃভূমি আর জাতিকে রক্ষা করতে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে, জাতি এদেরকেই আখ্যায়িত করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

গতকাল (বুধবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল আব্দুল আহাদ চৌধুরী এই তথ্য প্রকাশ করে বলেন,

১৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জানানো হয়।

আবদুল আহাদ চৌধুরী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৭ হাজার ১৬০ জনকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লাখ ৭৬ হাজার ২১৬ জনে দাঁড়াতে পারে। প্রায় ৪ মাস আগে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যে এই তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের মহাসচিব (কল্যাণ) এবি জাফরুল্লাহ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতা এম এ রশিদ, মেজর (অবঃ) শাহ আলম তালুকদার, আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইসমাত কাদির গামা, কবির আহমেদ খান, আনোয়ার হোসেন, সুলতান উদ্দিন, আহমেদ রাজা প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রিন্সিপাল আব্দুল আহাদ চৌধুরী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানান, ৬৪টি জেলা, ৪টি মহানগরী এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণসহ মোট ৬৯টি জেলায় এই মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিতকরণের জন্য যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চলছে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের জন্য আবেদন ফরম (যা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে) জমা পড়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার। সকল রাজনৈতিক দলের মুক্তিযোদ্ধারাই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ফরম জমা দিয়েছে। এমনকি জামায়াতে ইসলামীরও রয়েছে। এক প্রশ্নের উত্তরে আহাদ চৌধুরী জানান, আপীল ফরম জমা পড়েছে ২২ হাজারের মতো। আরও ৩০ দিন সময় আছে আপীল করার। এই সময়ের মধ্যে আরও ২২ হাজার আপীল ফরম জমা পড়তে পারে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনাক্তকরণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে।